OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 424 - 430*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# ত্রিকোণ প্রেম : প্রসঙ্গ নির্বাচিত রবীন্দ্র উপন্যাস

**রাফিকা খাতুন**
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rafikakhatun859@gmail.com

***Received Date*** *30. 03. 2026*
***Selection Date*** *07. 04. 2026*

***Keyword***
*রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, প্রজাপতি নির্বন্ধ, গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ।*

***Abstract***
*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩)। তারপর লেখেন - 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬), 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' (১৯০৮), 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৩), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায় প্রায় সব উপন্যাসে। তবে ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র লক্ষ্য করা যায় - 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'মালঞ্চ' ও 'দুইবোন' উপন্যাসে, যা আলোচনার বিষয়।*

## Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ১৩টি। উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'চোখের বালি', 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র উপন্যাসগুলিতে লক্ষ্য করি। সেই উপন্যাসগুলি আলোচ্য, যে উপন্যাসগুলিতে ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। নায়কের জীবনে হোক কিংবা নায়িকার জীবনে হোক তৃতীয় ব্যাক্তির আগমন ঘটলে সেটাই ত্রিকোণ প্রেম হিসেবে ধরা হয়। যেমন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপকে খল চরিত্র হিসেবে পাই, যে কিনা বিমলার জীবনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আসলে সন্দীপের সঙ্গে বিমলার পরিচয় না হলে বিমলা নিজেকে সত্য রূপে পেতে পারতো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। গুণমান স্বামী নিখিলেশ থাকা সত্ত্বেও বিমলা সন্দীপের প্রেমে পড়েছিল। হয়তো নিজের অজান্তেই ভুল পথে পা দিয়েছিল। বিমলাকে নিখিলেশ বাইরে বেরোনোর সুযোগ করে দিয়েছিল। নিখিলেশ বিমলাকে মুক্তি দিল। আর সেই সুযোগের ভুল ব্যবহার বিমলা করতে না চাইলেও সন্দীপ নিজের কথার ফাঁদে বিমলাকে বন্দি করে। সন্দীপের মধুরময় কথার ফাঁদে পড়ে জীবনের সর্বস্ব হারাতে বসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়। নিখিলেশ একজন উদার মনের মানুষ তার কাছে বিবাহ একটা আইডিয়া মাত্র। সে বিবাহ নামক আইডিয়া যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। মানুষের মনকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে দেয়নি, সেই বিবাহ নামক আইডিয়া। নিখিলেশ সেই আইডিয়া নিয়ে ভাবতে বসে। দুইজন নরনারী ঘর সংসার করছে তাঁরা সত্যিই কী একেঅপরকে চায় এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সবার জাগে না। নিখিলেশের মনে জেগে ছিল। নিখিলেশ কষ্টও পেয়েছে প্রচুর। তাঁর স্ত্রী বিমলা কি নিখিলেশকে সত্যিই চায় নাকি বিবাহ হয়েছে বলে ব্যাপারটা মেনে নিতে হচ্ছে। নিখিলেশের মনে হাজার প্রশ্ন উঠে আসে। যে ভাবনা নিখিলেশের মনে উঁকি দিয়েছিল সে ভাবনা কি স্বাভাবিক মানুষের মনে আসে, সমাজ হয়তো

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

এ কথা কোনদিন ভেবেও দেখেনি বা দেখলেও স্বাভাবিকভাবে কেউ হয়তো নিখিলেশের মতো পরীক্ষায় নামেনি। নিখিলেশের মনে যে ভাবনা উদয় হয়েছিল সেটাই স্বাভাবিক। স্ত্রীকে সত্যরূপে পেতে চেয়েছিল নিখিলেশ। এই বিবাহ নামক আইডিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে দিতে হবে। সমাজে নিয়ম আছে বলেই বিবাহ করতে হবে আর স্বামী স্ত্রীকে একঘরে বসবাস করতে হবে, এই নিয়ম নিখিলেশ মেনে নিতে পারেনি। নিখিলেশ ভাবনার ফলস্বরূপ স্ত্রীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তাকে বাইরে বেরোনো সুযোগ করে দিয়েছে। নিখিলেশের বাড়িতে যে আরো দুই তাঁর বৌদি রয়েছে। বিমলার এই দুই জা কিন্তু বাইরে বেরানোর সুযোগ পাইনি। বিমলা ঘরের বাইরে বেরোলো এবং তার জীবনের পরিবর্তন দেখা গেল। বিমলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পর নিখিলেশের মনে হল যেন বিশ্বের মধ্যে সত্যিকার বিমলাকে সে এবার পেল নিখিলেশ এক জায়গায় বলছেন -

> "স্মৃতির - সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।"[১]

যে বিমলাকে বিবাহ করে এনেছেন নিখিলেশ তাদের মধ্যে অন্তরে চাওয়া পাওয়া আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করে না সমাজ। আর এখানেই নিখিলেশ চরম বিরোধিতা করে। সেই বিবাহ নামক আইডিয়া দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে সমাজে। বিমলা নিখিলেশের দাম্পত্য সম্পর্কের সময়সীমা নয় বছরের। এত দিনের সম্পর্কে থেকেও তারা বুঝে উঠতে পারছে না তারা একে অপরকে চায় কি না। নিখিলেশ একটা সময়ের পর অনুভব করলেও বিমলা তা করেনি। বিমলা সে নিজেও হয়তো জানে না সে যথার্থ অর্থে নিখিলেশের নাকি সন্দীপের। বিমলাকে নিখিলেশ সম্পূর্ণ অর্থে বাইরে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই সুযোগে সন্দীপ চাটুকারিতা করতে শুরু করলেন। নিখিলেশ এই চাটুকারিতা দেখে এক জায়গায় বলছেন যে, -

> "ধৈর্য্যের পরে বিমলের ধৈর্য্য নেই পুরুষের মধ্যে যে দুরন্ত এমনকি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে, শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয় আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।"[২]

উপন্যাসটিতে ১৮টি আত্মকথন রয়েছে তার মধ্যে নিখিলেশের হচ্ছে সাতটি, বিমলার সাতটি আর সন্দীপের হচ্ছে মাত্র চারটি। এভাবে তারা নিজেদের আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন। এই আত্মজীবনী পড়ে উপলব্ধি হলো বহু টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে আসল প্রেমিক, সত্যিকার ভালোবাসা কি বিমল সেটা বুঝতে পেরেছে। কার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই সত্যিকার পৌরুষ বিমলা সেটা দেখতে পেল। আসল প্রেমিককে বিমলা খুঁজে বার করেছেন। বিমলা তার আত্মকথনের শেষ অধ্যায়ে বলছেন, -

> "আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।"[৩]

শুধুমাত্র 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস নয় 'চতুরঙ্গ' থেকে শুরু করে সেই 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' উপন্যাসেও দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন, নরনারী জীবনের যে সমস্যা দেখা যায় সেই সমস্যাগুলির কথা ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসগুলি রচনা করে আমদের সামনে সমাজের বাস্তব রূপকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনী একজন জীবনরসের রসিক নায়িকা। তার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেইনি। দামিনী স্বামী শিবোতোষের কাছে থাকাকালীন কোনো মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারিনি। দামিনী আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এক সাংসারিক জীবন যুদ্ধে। স্বামী শিবতোষ মৃত্যুবরণ করলে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তার গুরু আনন্দ স্বামীর কাছে রেখে যান। এমনকি স্ত্রীকেও গুরুর কাছে রেখে দিয়ে যান দেখাশোনা করার জন্য। কিন্তু দামিনী চেয়েছিল জীবনে ভিন্ন কিছু। সে জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছিল। দামিনী এখন কি নিয়ে বাঁচবে সে তো জীবনরসের রসিক, সর্বস্ব উপভোগ করে জীবন কাটাতে চায় সে। সেই চঞ্চল নারী কেনো পারবে বিধবার সাজ সেজে সারাজীবনটা কাটিয়ে দিতে। একসময় আনন্দস্বামীর কাছে থাকাকালীন সময়ে পরিচয় পেলেন শ্রীবিলাস ও শচীশের। ভালো লাগলো দামিনীর তাদেরকে। জীবনে এক নতুন আশার সঞ্চয় হলো

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

তাঁর মনে। ভালোবেসে ফেললেন শচিশকে কিন্তু শেষপর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হলেন শ্রীবিলাসের সাথে। উপন্যাসের মূল কাহিনি লুকিয়ে আছে শচীশের সঙ্গে দামিনীর পরিচয় হওয়ার পর। শচীশ কিন্তু গুরুর সেবা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। সে বিবাহ করতে চাইনি দামিনীকে। তাঁকে উপেক্ষা করেছে শচীশ। শচীশ একজন আত্মানুসন্ধানি চরিত্র। সে প্রথমে ছিল নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের মতো। শেষ পর্যন্ত নিজের ধর্ম ত্যাগ করে গুরুর সেবায় মেতে উঠে। সেটা আলোচ্য নয় প্রবন্ধে। মূলকথায় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ত্রিকোণ নয়, চতুরকোন প্রেমের চিত্র তুলে ধরেছে। উপন্যাসে একটি কামরার কথা রয়েছে। সেই কামরাতেই দামিনী নিজেকে শচিশের কাছে নিজেকে শপে দিতে চেয়েছিল। শচিশ এক পশু ভেবে দামিনীকে ত্যাগ করে। দামিনী খুব অভিমানী নারী আর শচিশের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে যায়নি। সেই কামরায় একপ্রকার ব্যথা পেয়েছে দামিনী। আসলে পশু মনে করে শচিশ নিজের অজান্তেই তাঁকে লাথি মেরে দেয়। বুকে একপ্রকার ব্যাথা পায় দামিনী। যাইহোক শ্রীবিলাসকে বিয়ে করে সংসার করলেও নিজেকে শচীশের পায়ে নিবেদন করেছিল - 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

পশু ভেবে শচীশ লাথি মারে দামিনীর বুকে। সে ব্যাথাকে পরশমণি বলে পরিচয় দেই নায়িকা। মনে মনে শচীশকে ভালোবাসলেও কিন্তু বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন সে শ্রীবিলাসের সঙ্গে। সে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার পরেও সে কিন্তু ভুলতে পারিনি শচীশকে। নারীর হৃদয়ের যে টানাপোড়েন তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন উপন্যাসটিতে। যখন দামিনীর মৃত্যু দশা উপস্থিত হল তখন তিনি এলেন সেই সমুদ্রের কাছে। যেখান থেকে এই ব্যথা পেয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন শুধু স্মৃতি আছে। শচীশ নাই। সমুদ্রের ধারে গিয়ে শচীশের কাছে নিজেকে নিবেদন করলেন। তবে, সেটা শ্রীবিলাসে পায়ে মাথা ঠুকে। শ্রীবিলাসের চরণে নিবেদন করছে নিজেকে। কিন্তু উপন্যাসটির গভীরে গেলে, ইনারমিনিং দেখলে বুঝতে পারব তিনি আসলে শচীশকে আত্মনিবেদন করেছেন। কেননা, -

> "দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যাথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও - সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।"[৪]

'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' উপন্যাস দুটিতে প্রায় একই মত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেখানে কিনা 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নায়িকা নীরোজা এবং 'দুই বোন' উপন্যাসের নায়িকা শর্মিলার জীবনের কাহিনী প্রায় একই বলতে গেলে। দাম্পত্য সম্পর্কে যেমন শশাঙ্ক যেখানে ইঞ্জিনিয়ার এবং 'দুই বোন' উপন্যাসে রমেন ফুলের ব্যবসা করে। 'দুই বোন' উপন্যাসটিতে যেমন শর্মিলার দেখাশোনা করার জন্য তার ভগিনী উর্মিমালাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল উর্মিমালা জামাইবাবুর প্রেমে পরে। ইউরোপে গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেছে সে। ফিরে এসে হাসপাতাল তৈরি করার কথা বলেন। তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল পরবর্তীতে ভিন্ন পুরুষের সাথে। ঊর্মীমালার নিজের পছন্দের পাত্র নীরেন। কিন্তু উপন্যাসে ক্ষনিকের জন্য হলেও ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র সৃষ্টি হয়। বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে যাবে নীরনের সাথে এরকম ঠিক হয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে ভগিনীর বাড়ি এসে সমস্যার সৃষ্টি করে ঊর্মীমালা। সেই শর্মিলা এবং শশাঙ্কের দাম্পত্য জীবনে উর্মীমালার প্রবেশ ঘটে। যেখানে শশাঙ্ক পছন্দ করে ফেলল উর্মিমালাকে পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন শেষ পর্যন্ত। নায়িকা শর্মিলা চেয়েছিল আমার কখন দিন শেষ হয়ে আসে তার জন্য ভগিনীকে তার স্বামীর দেখা-সাক্ষাৎ করুক আমার উপস্থিতিতে। এবং তার মধ্যে যেন খুঁজে পাই নিজের স্ত্রীকে। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাভাবিক হয়ে আসে শর্মিলা তার শরীরে যে রোগ ছিল, দেখা যায় সে রোগ কবিরাজের চিকিৎসায় সেরে উঠে। জামাইবাবু ও শর্মিলার নামে পত্র লেখেন ঊর্মীমালা। এবং সে চিঠি লিখেছে ইউরোপ যাত্রা করে এ দিয়ে উপন্যাসের শেষ হচ্ছে। এই উপন্যাসে ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র, দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও সমস্যা তত জটিল হয়নি। কেননা উর্মিমালা স্বাধীনচেতা ও সুশিক্ষিত নারী আর্থিক দিক থেকেও সচ্ছল। উর্মিমালা সময় থাকতে শশাঙ্কের জীবন থেকে সরে পরে। তাই উপন্যাসটিতে তেমন জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। উর্মীমালা না পাওয়া হয়েই থেকে যাচ্ছে শশাঙ্কের জীবনে। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে দেখা যায় দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন যেখানে আদিত্যের জীবনে এসে পড়ছে সুরোবালা। যে সুরবালা ও আদিত্য ছোটবেলা থেকেই নিজেদের ভাই ভগিনী বলে সম্বোধন করে এসেছে। কিন্তু কখন যে তাদের মনে হয়েছে যে একে অপরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাকি জীবন কাটিয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

দেবে। তারা মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে। সারাজীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। তবে মুখ ফুটে কেউ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেনি। ঔপন্যাসিক কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে ত্রিকোণ প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। শেষে গিয়ে দেখতে পাই যে, নীরজা স্বামীর সুখের জন্য দুজনকে মেলাতে চেয়েছেন। দাম্পত্য সম্পর্কে উঁকি মারতে থাকে নানান সমস্যা। তাদের সম্পর্কে নীরজা চেয়েছিল তৃতীয় ব্যাক্তির আগমন, তবে সেটা মন থেকে নয়। স্বামীর সুখের জন্য। শর্মিলা যেন তার স্বামীকে বিবাহ করে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এবং তার উপস্থিতিতে সেখানে তার বাড়ি থেকে শুরু করে ফুলবাগান তাদের দেখাশোনা করুক। কিন্তু শেষে দেখা গেল নীরজা নিজের মতের পরিবর্তন করে। সে স্বামীকে অন্যের হাতে সমর্পণ করে দিতে পারবেন না। দশ বছরের বিবাহিত জীবন তাদের। শেষে নীরজা মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত হয়। মারা যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে চিৎকার করে বলেছিল স্বামীকে কাউকে দিতে পারব না। প্রত্যেক স্বামীর স্ত্রীর মধ্যে এই সত্য লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর সব জিনিষের ভাগ দেওয়া গেলেও স্বামীকে কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় না। এমনকি প্রেমিককেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাস গুলির মাধ্যমে সেই সত্যই তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস গুলি পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানো মূল কারণ হল, দিন দিন ভারতবর্ষে নরনারী দাম্পত্য সম্পর্কের বিচ্ছেদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। সেই একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখিয়েছেন নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদের কারণগুলি। তার মধ্যে প্রধান হল ত্রিকোণ প্রেম। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলিকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন নিখিলেশ চরিত্রটিকে উদার, সুশিক্ষিত, ধর্য্যশীল ব্যক্তিত্ব রূপে দেখাতে চেয়েছেন। তার উপন্যাসে যে নিখিলেশ নারীকে সম্পূর্ণ অর্থে মুক্তি দিয়েছেন বর্তমান যুগে হয়তো সে মুক্তির স্বাদ নারী পায় না। যদি বা পেয়ে থাকে তার সংখ্যায় কম। তাই সম্পর্কগুলোতে বাঁধন ফাঁস হয়ে উঠছে। উত্তর আধুনিককালে সম্পর্ক ভাঙার অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক থাকতে পারে। মানুষের মনের সুপ্তবাসনাও থাকতে পারে। মানুষের জীবন সব দিক থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। অন্নদাশঙ্কর রায় তার ‘পারিবারিক নারী সমস্যা’ প্রবন্ধে বলছেন - “সে চায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্যাদা।” ইবসেনের ‘dolls House’ নাটকে বিদ্রোহিনী নোরা স্বামীকে সত্য কথাই বলেছিল–

> “I live by performing tricks for you.”[৫]

নারী যে অনবরত নিজেকে নিজে ঠকিয়ে চলেছে, আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিচ্ছে তা নিখিলেশকে ভাবিয়েছে। বিমলা তার স্ত্রী, সে যে শুধু ভোগের বস্তু তা নয়। নিখিলেশ স্ত্রীকে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পেতে চায়। নিখিলেশের মত উদার প্রকৃতির মানুষের পরিমাণ জগতে কমে আসছে। নিখিলেশ চরিত্রটিকে উদার করে এঁকেছেন। মুক্তির স্বাদ বিমলা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সন্দীপ খল নায়ক এসে বিমলাকে আরো অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটির দিকে তাকালে দেখা যায় সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বিমলা শেষপর্যন্ত ফিরে এসেছিলেন নিখিলেশের কাছে। নিখিলেশ শুধু উদার মনের মানুষ নয়, সত্যটা মেনে নেওয়া তার শক্তি ছিল। তিনি এক জায়গায় বলছেন -

> “জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো।”[৬]

বিমলাকে যে নিখিলেশ ঘরের বাইরে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি। সে সুযোগের ভুল প্রয়োগ করলেন সন্দীপ। তাকে দেশের ‘মক্ষীরানি’ রূপে চিহ্নিত করলেন। বিমলা নিজেকে বড় করে দেখতে শুরু করলেন। আর সেখান থেকেই তিনি পথভ্রষ্ট হলেন। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসেই নয় ‘দুই বোন’ ‘মালঞ্চ’ ও ‘চতুরঙ্গ’ প্রভৃতি উপন্যাসে এ পারিবারিক টানাপোড়েন বা ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদ অনবরত ঘটে চলেছে। এই কাজটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে নরনারী সম্পর্ককে দেখেছিলেন সেই নরনারীর স্বর্গীয় সম্পর্ককে বর্তমানকালের নরনারীর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা। শুধুই কি মুক্তির অবকাশ না পাওয়ার ফলে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটেছে বা ঘটছে। এককথায় মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সেই সমাজবদ্ধ জীবকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে অঙ্কন করেছেন, তাদের বিরহ বেদনা শুধু কি মুক্তির অভাব নাকি সমাজ পরিবর্তন হওয়ার

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

সাথে সাথে আরো সমস্যা জটিল হয়ে যাওয়া। তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলেই তার উত্তর পাওয়া যাবে আশা করছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসে চরিত্রগুলি পথভ্রষ্ট হতে হতে একটা সময় নিজেকে সামলে নিচ্ছে। বর্তমানকালেও সেই সমস্যা রয়েছে। হয়তো সেই সমস্যা বেড়েছে কিন্তু কমেনি। কবিগুরু দাম্পত্য সম্পর্কের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছে। তার সাথে সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। যার জন্য উপন্যাসগুলির সাহিত্যমূল্য অনেক অনেক বেশী।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দুই বোন' উপন্যাসে ত্রিকোন প্রেমের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেখানেই রাজা রাম বসুর তিনটি সন্তান শর্মিলা, হেমন্ত ও উর্মিমালা। শর্মিলা বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে শশাঙ্কের সঙ্গে। শশাঙ্ক একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষ যে কিনা ইঞ্জিনিয়ার। অন্যদিকে উর্মিমালার বিবাহ স্থির হয় নীরেনের সঙ্গে। নীরেনের রূপ-গুন সমস্ত নিয়ে ঠাট্টা করতেন শশাঙ্ক। তার অন্তরে কি অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল তা বলা মুশকিল। শুধু শশাঙ্কই নয় আশেপাশের সমস্ত মানুষই নীরেনকে তেমন পছন্দ করতেন না। যারা শশাঙ্কের আশেপাশে থাকতেন বিশেষ করে তারা। কিন্তু যে বিবাহ করবে উর্মিমালা সে অবশ্যই তাকে পছন্দ করে। উর্মিমালার স্বপ্ন ইউরোপে গিয়ে ডাক্তারি শিখে এসে গ্রামে একটি হাসপাতাল তৈরি করে। কিন্তু একসময় দেখা গেল উর্মিমালার দিদি শর্মিলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সন্তানহীনা শর্মিলার দেখাশোনা করার জন্য উর্মিমালাকে আনায়ন করা হয়। এখানেই উপন্যাসের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন -

> "অবশেষে উর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে বললে কিছুদিন তোর কলেজ থাক আমার সংসারটিকে রক্ষা কর বোন নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি না।"
>
> "এই ইতিহাসটা যারা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকি হেসে বলবেন 'বুঝেছি'।"[৭]

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটি নারীর মধ্যেই রয়েছে প্রিয়তমকে হারানোর ভয়। উপন্যাসের মূল বক্তব্য শর্মিলা নিজের কপাল নিজে খুঁড়লো। এককথায় বলা যায় ধীরে ধীরে শশাঙ্কের মনে শ্যালিকার প্রতি ভাব জমে ওঠে। একদিন শর্মিলা বোনকে পাঠিয়ে দেই পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে ভেবে। কিন্তু স্বামীর অবস্থা দেখে শর্মিলা আবার ভগিনীকে গৃহে আনায়ন করলেন— 'এবার উর্মিমালা নিজেকেও বিশ্বাস করে না, নিজের জামাইবাবুকেও না'।

শর্মিলা এক কবিরাজির চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠল। নিজে স্থির করলেন উর্মীমালাকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনবে। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে একই ঘর করবেন দুই বোন। তাদের রবিবার বিবাহবার্ষিকী। সেই দিনটিতেই ঊর্মীমালাকে তাদের সংসারে বরণ করা হবে শর্মিলার সতীন রূপে এবং ভগিনীর বিবাহ দিয়ে তারা আর কলকাতায় পড়ে থাকবে না, চলে যাবে নেপালে। সেই নেপালেই পরবর্তী জীবন বসবাস করে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শশাঙ্কের মতের শেষে বদল হয়। সে সমাজের একজন হয়ে বাঁচতে চায়। কলকাতা থেকে সরে নেপালে গেলে সেখানেও তো সমাজ রয়েছে। সেখানেও তাকে কুকথা শুনতে হতে পারে। স্থির হয় দুই বোন একে অপরের সতীন হয়ে কলকাতায় পরে থাকবে।

'মালঞ্চ' উপন্যাসেও ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র দেখা যায়। যেখানে নীরজা ও আদিত্যের দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সুরবালা। আদিত্য ও নীরজার দাম্পত্য সম্পর্ক দশ বছরের। নীরজা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে জীবনের যে স্বাভাবিক চলাফেরার শক্তি তা হারিয়ে ফেলে। শরীর তার ভেঙে পড়ে। আদিত্য স্ত্রী সেবার জন্য নার্স ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু তাদের যে স্বপ্নের ফুলের বাগানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সুরোবালাকে আনায়ন করা হলো। সুরবালাকে রাখা হলো পরিবারের একজন করে। ছোটবেলার সম্পর্ক রয়েছে আদিত্যের সঙ্গে সুরবালার। দুজন দুজনকে তখন চাইতো কিনা তা পূর্বে জানতে পারিনি। যখন জানতে পারে তখন অনেক বেশি দেরি হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে এখন আদিত্য স্ত্রীকে রোগশয্যায় সজ্জিত দেখে তার প্রতি আসক্তি কমে যায়। নীরজার স্বামী দিন দিন সুরবালার হয়ে যাচ্ছে। দু'জনে কথোপকথন করতে করতে ধীরে ধীরে একপ্রকার মনে ভাবের উদয় হয়েছে। ছোটবেলার ভালোবাসা যৌবনের সুরবালাকে দেখে জেগে উঠেছে কিন্তু নীরোজা রোগশয্যায় থাকাকালীন অবস্থায় বলছেন -

> "ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চোখের বালি' এই উপন্যাসেও পারিবারিক সম্পর্কে টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। যেখানে রাজলক্ষ্মী সন্তান মহেন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। উপন্যাসের সূচনা হচ্ছে মহেন্দ্রের জন্য বিবাহের উপযুক্ত কন্যা দেখা নিয়ে। বিনোদিনী বারাসাতের বাসিন্দা। রাজলক্ষ্মী এই বিনোদিনীর সঙ্গে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। মহেন্দ্র সম্পূর্ণ অর্থে এ বিবাহে অসম্মতি জানায়। পরবর্তীকালে বিনোদিনীর বিবাহ হচ্ছে এবং তিন বছরের মধ্যে তিনি বিধবাও হচ্ছেন। এর মাঝে অন্নপূর্ণা পিতা-মাতাহারা আশালতাকে বিহারীর জন্য সুপাত্র রূপে চিহ্নিত করে। দুইবন্ধু মিলে কন্যা দেখতে বের হল এবং কন্যা দেখে এসে বিহারীর জন্য যে কন্যা দেখতে যাওয়া হয়েছিল, বিহারীর বদলে তাকে পছন্দ করে বসলো মহেন্দ্র। যাক নিজেকে সংসারের মধ্যে জড়িয়ে ফেলল মহেন্দ্র। আশালতার বিবাহ হল। এ বিবাহে কিন্তু সম্পূর্ণ মত দিতে নারাজ রাজলক্ষ্মী। এই নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার কথা কাটাকাটি হতে থাকত। একদিন রাজলক্ষ্মী বারাসাতে চলে যান। যেখানে রয়েছে বিনোদিনী। সে জায়গায় রাজলক্ষ্মীকে রাখতে গিয়ে বিহারী ও কিছুদিন থেকে গেল এবং বিনোদিনী-বিহারীর তাদের মধ্যে একটা আলাপ আলোচনা শুরু হল। এবং যখন ফিরে আসেন তখন বিনোদিনীকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। বিধবা বিনোদিনীকে একটি পারিবারিক সম্পর্কে জড়িত করা হল। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুণ্দোনন্দিনীকে নিয়ে এসেছিল সূর্যমুখীর সংসারে। বিনোদিনী কিন্তু মহেন্দ্র, আশালতা ও রাজলক্ষ্মীর পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আশার অবস্থা খুবই খারাপ। যে আসলে শিক্ষিত ছিল না, বয়সেও ছোট সবাই অবজ্ঞার চোখে দেখত তাকে। কিছু বুঝতো না আশা, বিনোদিনী কিন্তু চতুর আশার চাইতে। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মী ও মহেন্দ্রের জীবনে জায়গা করে নিচ্ছে। আশা তা বুঝতেই পারছে না। আশালতাকে মহেন্দ্র সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘর কন্যার কাজেও আশালতা পটু হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু বয়সে বড় বিনোদিনী মেমের কাছে লেখাপড়া করেছে, তিন বছর ঘর সংসারও করেছে, তাই সবসময় সবার কাছে বড় হয়ে উঠত কাজের দক্ষতায়। এবং ধীরে ধীরে বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের মধ্যে একটা ভালো লাগার সম্পর্ক তৈরি হয়ে এল। যে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলোই না। একটা ভাঙ্গন দেখা দিল মহেন্দ্র এবং আশার মধ্যে। এমন কি মহেন্দ্র ছাড়াও বিহারীর মনেও বিনোদিনী জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে বিহারী একটি কথা বলছেন - "বল কি, দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।"

সাংসারিক টানাপোড়েনের জন্য রাজলক্ষ্মী একবার বারাসাত, অন্নপূর্ণা একবার কাশি, মহেন্দ্র নিজে হোস্টেলে ছুটে পালিয়ে যায়। আশলতা তার কাকাদের কাছে থাকতে শুরু করে। এভাবে সকলের মন যেন এ সংসারকে ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল বিহারী ও বিনোদিনীর মনে একপ্রকার ভাবের উদয় হয়েছে। শেষকালে বিনোদিনীকে সব ত্যাগ করে যেতে হল কাশি। একটা পরিবারকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিধবা বিনোদিনীকে কাশি পাঠিয়ে দিলেন। যেটা কিনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তা করেননি। তিনি কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ সম্পূর্ণ অর্থে ঘটালেন এবং শেষ পর্যন্ত গৃহে যে কি বিষময় ফল ফলিল তা কিন্তু আমরা সকলেই জানি। সূর্যমুখীর গৃহ ত্যাগ এবং কুন্দর মৃত্যু ঘটল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আগেই দেখিয়েছেন বিধবার বিবাহ দিলে সংসারে কিরূপ বিষময় ফল ফলতে পারে। 'চোখের বালি' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন' (১৯০১) পত্রিকায় প্রকাশ করছেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেও একজন বিধবার আর বিবাহ দিলেন না। যে পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখালেন, সেই একই কাজ মহেন্দ্র কিংবা বিহারীকে দিয়ে করালেন না রবীন্দ্রনাথ। বিধবা বিনোদিনীকে একেবারে কাশি পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাজলক্ষ্মী মৃত্যুবরণ করলেন। মহেন্দ্র এবং আশার সংসার আবার সুখে শান্তিতে ভরে উঠলো।

**উপসংহার** : পরিশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রায় উপন্যাসগুলোতে দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন বা ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে বিচরণ করেননি। নাটক, কাব্য, ছোটগল্প বিশেষ করে উপন্যাস রচনায় তাঁর বিশেষত্ব রয়েছে। এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে অধিকাংশ উপন্যাসেই ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঔপন্যাসীক যে সময়ে দাঁড়িয়ে লিখেছেন, সেই সময়ের সমাজের বাস্তব রূপকে তুলে ধরেছেন। সেটা তাঁর যেকোনো সময়েরই রচনা হোক না কেন। ১৯০৫ সালে ঘটে যাওয়া

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 54*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 424 - 430*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি। যেখানে রাজনীতি এসেছে। তবে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি বিশেষ করে লক্ষ্য করি। যে বিবাহ নামক আইডিয়াকে নিখিলেশ সহজে মেনে নিতে পারছে না। সে স্ত্রীকে সত্যরূপে পেতে চায়। স্ত্রীকে মুক্তি দিতে গিয়ে, শুরু হল ত্রিকোণ প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব। যে সন্দীপের প্রেম ক্ষণিক হলেও বিমলা ও নিখিলেশের জীবনে এক ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে। 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। কোনো দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশ মানেই সম্পর্কে ভাঙন দেখা দেবে। এই সত্যই কবিগুরু পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তাঁর উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে। যার সাহিত্যমূল্য খুব বেশী। উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান দলিল, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

**Reference:**

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ঘরে বাইরে', ললিতা প্রকাশনী, পৃ. ৩১
২. তদেব, পৃ. ৬৩
৩. তদেব, পৃ. ২০০
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চতুরঙ্গ', ললিতা প্রকাশনী, পৃ. ৭৮
৫. রায়, অন্নদাশঙ্কর, 'পারিবারিক নারী সমস্যা' প্রবন্ধ, উইকিপেডিয়া pdf, পৃ. ৬৬৫
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে, লতিকা প্রকাশনী, ১৪২৭, পৃ. ৬৩
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'দুই বোন', রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, শুভম প্রকাশনী, পৃ. ৬৭১
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মালঞ্চ', রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, শুভম প্রকাশনী, পৃ. ৭২৪